



ALL RIGHTS RESERVED ©

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the publisher.

First Edition: February 2012

Supervised by: **ABDUL MALIK MUJAHID**

P.O. Box: 22743, Riyadh 11416 K.S.A. Tel: 00966-01-4033962/4043432 Fax: 4021659
E-mail: Riyadh@dar-us-salam.com. Website: www.darussalamksa.com, info@darussalamksa.com

K.S.A. Darussalam Showrooms:

Riyadh

Olaya branch: Tel 00966-1-4614483 Fax: 4644945

Malaz branch: Tel 00966-1-4735220 Fax: 4735221

Suwaydi branch: Tel 00966-1-4286641

Suwallam branch: Tel & Fax: 00966-1-2860422

Jeddah

Tel: 00966-2-6879254 Fax: 6336270

Madinah

Tel: 00966-4-8234446 Fax: 00966-4-8151121

Al-Khobar

Tel: 00966-3-8692900 Fax: 8691551

Khamis Mushayt

Tel & Fax: 00966-7-2207055 / 0500710328

Yanbu Al-Bahr

Tel: 00966-4-33229188 Mob.: 0500887341

Al-Qasim (Buraidah)

Tel: 00966-6-3696124 Mob.: 0503417156

Fax: 00966-6-3268965

U.A.E

Darussalam, Sharjah U.A.E

Tel: 00971-6-5632623 Fax: 5632624

Darussalam@emirates.net.ae

PAKISTAN

● **Darussalam, 36 B Lower Mall, Lahore**

Tel: 0092-42-37240024 Fax: 37354072

● **Rahman Market, Ghazni Street**

Urdu Bazar, Lahore

Tel: 0092-42-37120054 Fax: 37320703

● **Karachi, Tel: 0092-21-34393936 Fax: 34393937**

● **Islamabad, Tel & Fax :0092-51-2500237,51-2281513**

U.S.A

● **Darussalam, New York** 486 Atlantic Ave, Brooklyn

New York-11217, Tel: 001-718-625 5925

Fax: 718-625 1511

E-mail: darussalamny@hotmail.com.

● **Darussalam, Houston**

P.O Box: 79194 Tx 77279

Tel: 001-713-722 0419 Fax: 001-713-722 0431

E-mail: houston@dar-us-salam.com

www.dar-us-salam.com

CANADA

● **Nasiruddin Al-Khattab**

2-3415 Dixie Rd. Unit # 505

Mississauga, Ontario L4Y 4J6, Canada

Tel: 001-416-4186619

FRANCE

● **Distribution: Sana**

116 Rue Jean Pierre Timbaud, 75011, Paris, France

Tel: 0033 01 480 52928 Fax: 0033 01 480 52997

U.K

● **Darussalam, International Publications Ltd.**

Leyton Business Centre

Unit-17, Etloe Road, Leyton, London, E10 7BT

Tel: 0044 20 8539 4885 Fax: 0044020 8539 4889

Website: www.darussalam.com

Email: info@darussalam.com

● **Darussalam, International Publications Limited**

Regents Park Mosque 146 Park Road,

London NW8 7RG Tel: 0044- 207 725 2246

Fax: 0044 20 8539 4889

● **Dar Makkah International**

23-25 Parliament Street, Off Jenkins st. Off Coventry rd.

Small Heath - Birmingham B10-OQJ

Tel: 0044 0121-7739309-07815806517-07533177345

Fax: 0044 121-7723600

AUSTRALIA

● **Darussalam:** 153, Haldon St. Lakemba (Sydney)

NSW 2195, Australia

Tel: 0061-2-97407188 Fax: 0061-2-97407199

Mobile: 0061-414580813 Res: 0091-297580190

Email: abumuaaz@hotmail.com

● **The Islamic Bookstore**

Ground Floor-165 Haldon Street

Lakemba, NSW 2195, Australia

Tel: 0061-2-97584040 Fax: 0061-2-97584030

Email: info@islamicbookstore.com.au

Web site: www.islamicbookstore.com.au

SRI LANKA

● **Darul Kitab 6, Nimal Road, Colombo-4**

Tel: 0094 115 358712 Fax: 115-358713

E-mail: info@darulkitabonline.com

INDIA

● **Darussalam, India**

58 & 59, Mir Bakshi Ali Street, Riyapettah,

Chennai - 600014, Tamil Nadu, India

Tel: 0091 44 45566249 Mob.: 0091 9884112041

● **Islamic Books International**

54, Tandel Street (North)

Dongri, Mumbai 4000 09, India

Tel: 0091-22-2373 4180 E-mail: ibi@irf.net

● **Darussalam Int. Delhi**

Urdu Bazar Jame Masjid Delhi 6 India

Mob.: +919716172647

E-mail: darussalamdelhi11@gmail.com

● **Huda Book Distributors**

455, Purani Havelli, Hyderabad- 500002

Tel: 0091 40 2451 4892 Mob.: 0091 98493 30850

● **M/S Buraq Enterprises**

176 Peter's Road, Indira Garden, Royapettah,

Chennai - 600014 India Tel.: 0091 44 42157847

Mob.: 0091 98841 77831

E-mail: buraqhenterprises@gmail.com

● **BANGLADESH: WORLD BOOK DISTRIBUTION CENTRE**

6, Kalabagan Bus Stand, Mirpur Road Dhaka-1205

Tel: +88029115431 Fax: +88029111515

E-mail: wdbc@bol-online.com

صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ

(بالغة البنغالية)

সহীহ আল-বুখারী

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূলঃ

হাফেয ইমাম শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ
ইবনে ইসমাইল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যাঃ

অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ (শাইখুল হাদীস)

মাদরাসাতুল হাদীস, ঢাকা



দা রু স সা লা ম

রিয়াদ • জেদ্দা • আল-খোবার • শারজাহ
লাহোর • লন্ডন • হিউস্টন • নিউ ইয়র্ক

সূচীপত্র

বিষয়.....	পৃষ্ঠা
অনুবাদের আরম্ভ	35
প্রকাশকের আরম্ভ	36
সূচী.....	39
হাদীসের তাৎপর্য	40
হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাস	41
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ).....	46
সহীহ বুখারী	50
ইসলামে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা পরিচিতি ও মান নির্ণয়.....	51

চতুর্বিংশ পর্ব
যাকাত

অধ্যায়ঃ ১ যাকাত ওয়াজিব হওয়া	57
অধ্যায়ঃ ২ যাকাত প্রদানের ব্যাপারে বায়আত করা.....	62
অধ্যায়ঃ ৩ যাকাত অস্বীকারকারীর অপরাধ	63
অধ্যায়ঃ ৪ যাকাত পরিশোধিত সম্পদ সঞ্চিত ধনের পর্যায়ভুক্ত না হওয়া	65
অধ্যায়ঃ ৫ সম্পদ সৎপথে ব্যয় করা.....	70
অধ্যায়ঃ ৬ লোক দেখানো দান-খয়রাত	71
অধ্যায়ঃ ৭ অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের সাদকা ... গ্রহণযোগ্য হওয়া.....	71
অধ্যায়ঃ ৮ বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ হতে সাদকা খয়রাত করা	72
অধ্যায়ঃ ৯ গ্রহীতার প্রত্যাখ্যানের পূর্বে দান করা.....	73
অধ্যায়ঃ ১০ খেজুর অংশ বিশেষ কিংবা তদপেক্ষা নগণ্য ... বেঁচে থাকা	76
অধ্যায়ঃ ১১ অর্থলোভী কৃপণের সুস্থ অবস্থায় দান-খয়রাত করার ফযীলত.....	78
অধ্যায়ঃ এই অধ্যায়ে কোন শিরোনাম নেই	80
অধ্যায়ঃ ১২ প্রকাশ্যে দান করা.....	80
অধ্যায়ঃ ১৩ গোপনে দান-খয়রাত করা	81
অধ্যায়ঃ ১৪ অজ্ঞতাবশতঃ কোন ধনী ব্যক্তিকে দান খয়রাত করা.....	81
অধ্যায়ঃ ১৫ অজ্ঞাতসারে স্বীয় পুত্রকে দান-খয়রাত করা.....	83
অধ্যায়ঃ ১৬ দান হাতে দান-খয়রাত করা.....	84
অধ্যায়ঃ ১৭ নিজের হাতে দান না করে ... খাদেমকে নির্দেশ দান	85

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম
করুণাময় ও অতি দয়ালু।

© مكتبة دارالسلام، ١٤٢٩ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البخاري، محمد بن اسماعيل

صحيح البخاري / محمد بن اسماعيل البخاري - الرياض، ١٤٢٩ هـ - ٦٠ مج

ردمك: ٩٤٩-١-٦١٨-٠٩-٠٠٠-٩٧٨ (مجموعة) (الكتاب باللغة البنغالية)

١. الحديث الصحيح ٢. الحديث - الكتب الستة أ. العنوان

ديوي ٢٣٥، ١٠٧٤ ١٤٢٩/١٠٧٤

رقم الإيداع: ١٤٢٩/١٠٧٤

ردمك: ٩٧٨-٩٩٦٠-٥٩-٦١٨-١ (مجموعة)

(٢ ج) ٩٧٨-٩٩٦٠-٥٩-٦٢٠-٤

অধ্যায়ঃ ৭৪ ফেতরার সাদকা এক সা' খেজুর প্রদান করা	153
অধ্যায়ঃ ৭৫ এক সা' কিসমিস মুনাফা ফেতরা প্রদান করা	154
অধ্যায়ঃ ৭৬ ঈদের পূর্বে ফিতরা দেয়া	154
অধ্যায়ঃ ৭৭ স্বাধীন এবং দাস সকলের পক্ষ হতে ... হওয়া	155
অধ্যায়ঃ ৭৮ ছোট বড় সকলের উপর ফিতরা অপরিহার্য হওয়া	156

পঞ্চবিংশ পর্ব

হজ্জ

অধ্যায়ঃ ১ হজ্জ ফরয হওয়া ও তার ফযীলত	157
অধ্যায়ঃ ২	158
অধ্যায়ঃ ৩ বাহনে আরোহণ করে হজ্জ পালন করা	159
অধ্যায়ঃ ৪ মকবুল হজ্জের ফযীলত	160
অধ্যায়ঃ ৫ হজ্জ ও উমরার মীকাতসমূহ	161
অধ্যায়ঃ ৬	162
অধ্যায়ঃ ৭ হজ্জ এবং উমরার জন্য মক্কাবাসীদের মীকাত	163
অধ্যায়ঃ ৮ মদীনাবাসীদের মীকাত	163
অধ্যায়ঃ ৯ সিরিয়াবাসীদের মীকাত	164
অধ্যায়ঃ ১০ নজদবাসীদের মীকাত	165
অধ্যায়ঃ ১১ মীকাতসমূহের অভ্যন্তরে ... বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান	165
অধ্যায়ঃ ১২ ইয়ামনবাসীদের মীকাত	166
অধ্যায়ঃ ১৩ ইরাকবাসীদের মীকাত 'যাতুইরক' নামক স্থান হওয়া	167
অধ্যায়ঃ ১৪ এই অধ্যায়ের মূলে কোন শিরোনাম নেই	168
অধ্যায়ঃ ১৫ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বৃক্ষ পথে মদীনা হতে বহির্গমন	168
অধ্যায়ঃ ১৬ 'আকীক একটি মোবারক উপত্যকা'	169
অধ্যায়ঃ ১৭ কাপড় হতে খালুক বা সুগন্ধি তিনবার ধৌত করা	170
অধ্যায়ঃ ১৮ ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা	172
অধ্যায়ঃ ১৯ চুলে আঠা লাগান অবস্থায় তালবীয়া পাঠ করা	174
অধ্যায়ঃ ২০ যুলহলাইফা মসজিদের নিকট তালবীয়া পাঠ করা	174
অধ্যায়ঃ ২১ মুহরিম ব্যক্তি যে ধরণের কাপড় পরিধান করতে পারবে না	175

অধ্যায়ঃ ২২ হজ্জ প্রসঙ্গে বাহনে আরোহণ করা পিছনে নেয়া	175
অধ্যায়ঃ ২৩ মুহরিম ব্যক্তি কাপড়, চাদর ও লুঙ্গির করবে?	176
অধ্যায়ঃ ২৪ যুলহলাইফায় সকাল পর্যন্ত রাত্রি যাপন করা	178
অধ্যায়ঃ ২৫ উচ্চস্বরে তালবীয়া পাঠ করা	179
অধ্যায়ঃ ২৬ তালবীয়ার বাক্য	179
অধ্যায়ঃ ২৭ বাহনে আরোহণের সময় তাসবীহ ও তাকবীর বলা	180
অধ্যায়ঃ ২৮ দণ্ডায়মান অবস্থায় তালবীয়া পাঠ করা	181
অধ্যায়ঃ ২৯ কেবলামুখী হয়ে ইহরাম বাঁধা এবং তালবীয়া পাঠ করা	182
অধ্যায়ঃ ৩০ কোন উপত্যকা তালবীয়া পাঠ করা	183
অধ্যায়ঃ ৩১ হায়েয ও নেফাস অবস্থায় তালবীয়া পাঠ	183
অধ্যায়ঃ ৩২ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে বেঁধে নেয়া	185
অধ্যায়ঃ ৩৩	187
অধ্যায়ঃ ৩৪ 'তামাতু', কিরান ও ইফরাদ হজ্জ	190
অধ্যায়ঃ ৩৫ হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধে তালবীয়া পাঠ করা	197
অধ্যায়ঃ ৩৬ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময়ে 'তামাতু' হজ্জ আদায় করা	198
অধ্যায়ঃ ৩৭	198
অধ্যায়ঃ ৩৮ মক্কায় প্রবেশকালে গোসল করা	200
অধ্যায়ঃ ৩৯ দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে মক্কায় প্রবেশ করা	201
অধ্যায়ঃ ৪০ কোন দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করা	201
অধ্যায়ঃ ৪১ কোন দিক দিয়ে মক্কা হতে বের হওয়া	201
অধ্যায়ঃ ৪২ মক্কার ফজিলত এবং কাবা নির্মাণের বর্ণনা	204
অধ্যায়ঃ ৪৩ হরমে মক্কার ফযীলত	210
অধ্যায়ঃ ৪৪ মক্কার ঘর-বাড়ীতে উত্তরাধিকার বৈধতা	211
অধ্যায়ঃ ৪৫ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মক্কায় প্রবেশ	213
অধ্যায়ঃ ৪৬	214
অধ্যায়ঃ ৪৭	215
অধ্যায়ঃ ৪৮ কা'বা গৃহকে গেলাফ দ্বারা আবৃত করা	217
অধ্যায়ঃ ৪৯ কাবা গৃহকে বিধ্বস্ত করা	218

অধ্যায়ঃ ৮ কষ্ট অনুপাতে উমরার প্রতিদান.....	344
অধ্যায়ঃ ৯ উমরা আদায়কারী ... যথেষ্ট হবে?	345
অধ্যায়ঃ ১০ হজ্জে যে সকল কাজ করতে হয় উমরাতেও তাই করবে.....	347
অধ্যায়ঃ ১১ উমরা আদায়কারী কখন হালাল হবে (ইহরাম খুলবে)?	349
অধ্যায়ঃ ১২ হজ্জ, উমরা ও যুদ্ধ হতে ফেরার পরে কী বলবে?	352
অধ্যায়ঃ ১৩ আগমনকারী হাজীদেরকে স্বাগত... আরোহণ করা	353
অধ্যায়ঃ ১৪ সকাল বেলা বাড়ীতে আগমন.....	354
অধ্যায়ঃ ১৫ বিকালে বা সন্ধ্যাকালে বাড়িতে প্রবেশ করা	354
অধ্যায়ঃ ১৬ শহরে পৌঁছে রাতে পরিজনের কাছে প্রবেশ করবে না.....	355
অধ্যায়ঃ ১৭ যে ব্যক্তি মদীনায় (নিজ শহরে) ... দ্রুত চালায়	355
অধ্যায়ঃ ১৮ মহান আল্লাহর বাণীঃ তোমরা ... প্রবেশ কর.....	356
অধ্যায়ঃ ১৯ সফর আযাবের একটি অংশ বিশেষ.....	356
অধ্যায়ঃ ২০ মুসাফিরের সফর যদি ... ফিরে আসবে.....	357

২৭তম পর্ব

পথে আটকে পড়া ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারীর বিধান

অধ্যায়ঃ ১ উমরা আদায়কারী ব্যক্তি যদি পথে আটকে পড়েন.....	360
অধ্যায়ঃ ২ হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া.....	362
অধ্যায়ঃ ৩ বাধাপ্রাপ্ত হলে মাথা মুগুনের আগে কুরবানী করা.....	362
অধ্যায়ঃ ৪ যারা বলেন, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর কাযা আবশ্যিক নয়	363
অধ্যায়ঃ ৫.....	365
অধ্যায়ঃ ৬.....	366
অধ্যায়ঃ ৭ ফিদয়ায় দেয় খাদ্যের পরিমাণ অর্ধ সা	367
অধ্যায়ঃ ৮ নুসূক হচ্ছে একটি বকরী কুরবানী করা	367
অধ্যায়ঃ ৯.....	369
অধ্যায়ঃ ১০.....	369

২৮তম পর্ব

ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ কিছু বদলা

অধ্যায়ঃ ১.....	371
-----------------	-----

অধ্যায়ঃ ২ মুহরিম নয় এমন ব্যক্তি ... খেতে পারবে.....	372
অধ্যায়ঃ ৩ মুহরিমগণ শিকার জন্তু দেখে ... বুঝে ফেলে.....	374
অধ্যায়ঃ ৪ শিকার্য জন্তু হত্যা করার ... সহযোগিতা করবে না	376
অধ্যায়ঃ ৫ গাইর মুহরিমের শিকারের জন্য ... করবে না	377
অধ্যায়ঃ ৬ মুহরিমকে জীবিত বন্য গাধা ... করবে না	379
অধ্যায়ঃ ৭ মুহরিম ব্যক্তি যে যে প্রাণী হত্যা করতে পারে	379
অধ্যায়ঃ ৮ হারামের অভ্যন্তরে কোন গাছ কাটা যাবে না	382
অধ্যায়ঃ ৯ হারামের (ভেতরে) কোন শিকার্য জন্তুকে তাড়ানো যাবে না	385
অধ্যায়ঃ ১০ মক্কাতে লড়াই করা অবৈধ	386
অধ্যায়ঃ ১১ মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকার লাগানো	388
অধ্যায়ঃ ১২ ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া.....	389
অধ্যায়ঃ ১৩ মুহরিম নারী-পুরুষের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ	389
অধ্যায়ঃ ১৪ মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা.....	391
অধ্যায়ঃ ১৫ জুতা না থাকলে মুহরিম ব্যক্তির মোজা পরিধান করা	392
অধ্যায়ঃ ১৬ লুঙ্গি না পেলে (মুহরিম ব্যক্তি) পায়জামা পরবে.....	393
অধ্যায়ঃ ১৭ মুহরিম ব্যক্তির অস্ত্র ধারণ করা	394
অধ্যায়ঃ ১৮ হারামে ও মক্কায় ইহরাম ছাড়া প্রবেশ করা	394
অধ্যায়ঃ ১৯ অজ্ঞতাবশতঃ যদি কেউ জামা পরিধান করে ইহরাম বাধে.....	396
অধ্যায়ঃ ২০ কোন মুহরিম ব্যক্তি আরাফাতে ... নির্দেশ দেননি	397
অধ্যায়ঃ ২১ মুহরিমের মৃত্যু হলে তার বিধান.....	398
অধ্যায়ঃ ২২ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ ... আদায় করতে পারে.....	398
অধ্যায়ঃ ২৩ যে ব্যক্তি সওয়ারীতে বসে ... হজ্জ আদায় করা	399
অধ্যায়ঃ ২৪ পুরুষের পক্ষ হতে মহিলার হজ্জ আদায় করা	400
অধ্যায়ঃ ২৫ বালক-বালিকাদের হজ্জ পালন করা	401
অধ্যায়ঃ ২৬ মহিলাদের হজ্জ.....	402
অধ্যায়ঃ ২৭ যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কাবা যিয়ারত করার মান্নত করে.....	406

২৯তম পর্ব

মদীনার ফযীলত

অধ্যায়ঃ ৫ কর্জ (হাওলাত)	692
--------------------------------	-----

৪০ তম পর্ব

প্রতিনিধিত্ব

অধ্যায়ঃ ১ অংশীদারগণ একে অপরকে দায়িত্ব দিতে পারে	693
অধ্যায়ঃ ২ মুসলিম সমাজের পক্ষে কোন... .. করা বৈধ	694
অধ্যায়ঃ ৩ স্বর্ণ-রৌপ্য এবং ওজনে বিক্রয়যোগ্য নিয়োগ করা	695
অধ্যায়ঃ ৪ রাখাল অথবা উকীল কোন ছাগল বস্ত্র ঠিক করা	696
অধ্যায়ঃ ৫ উপস্থিত-অনুপস্থিত নির্বিশেষে উকীল বৈধ হওয়া	697
অধ্যায়ঃ ৬ ঋণ পরিশোধ করার জন্য উকীল নিয়োগ করা	698
অধ্যায়ঃ ৭ কোন উকীলকে অথবা কোন কওমের করার বৈধতা	699
অধ্যায়ঃ ৮ কেউ কিছু দান করার জন্য কাউকে উকীল দান করা	701
অধ্যায়ঃ ৯ ইমামকে বিয়ের বিষয়ে মহিলা কর্তৃক উকীল নিয়োগ করা	702
অধ্যায়ঃ ১০ মনোনীত উকীল কোন কিছু প্রত্যাহার বৈধতা	703
অধ্যায়ঃ ১১ উকীল কোন খারাপ বস্ত্র বিক্রয় না হওয়া	706
অধ্যায়ঃ ১২ ওয়াকফকৃত সম্পদে উকীল নিয়োগ করা	707
অধ্যায়ঃ ১৩ শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগের জন্য উকীল নিয়োগ করা	707
অধ্যায়ঃ ১৪ কুরবানীর উট এবং তার উকীল নিয়োগ করা	708
অধ্যায়ঃ ১৫ কেউ তার নিয়োজিত উকীলকে সম্পদ উক্তি করা	709
অধ্যায়ঃ ১৬ কোষাগারে কোষাধ্যক্ষের উকীল নিয়োজিত হওয়া	710

৪১শ পর্ব

চাষাবাদ ও পারম্পরিক কৃষি নীতি

অধ্যায়ঃ ১ খাওয়ার ফসল উৎপাদন এবং ফযীলত	711
অধ্যায়ঃ ২ শুধুমাত্র কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে হুঁশিয়ারী	712
অধ্যায়ঃ ৩ কৃষিভূমি রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে কুকুর পালন করা	712
অধ্যায়ঃ ৪ হাল চাষের কাজে গরু ব্যবহার করা	714
অধ্যায়ঃ ৫ খেজুর প্রভৃতি বাগানে পরিশ্রম উক্তি করা	714
অধ্যায়ঃ ৬ খেজুর ও অন্যান্য ফলবান গাছ কাটা	715
অধ্যায়ঃ ৭ এই অধ্যায়ে কোন শিরোনাম উল্লেখিত হয়নি	716

অধ্যায়ঃ ৮ অর্ধেক বা অনুরূপ পরিমাণ ফসলের চাষাবাদ করা	716
অধ্যায়ঃ ৯ ভাগাভাগি চাষাবাদে বছর নির্দিষ্ট না করা	718
অধ্যায়ঃ ১০ এই অধ্যায়ে কোন শিরোনাম লিখিত হয়নি	718
অধ্যায়ঃ ১১ ইয়াহুদীদের সাথে ভাগে চাষাবাদ করা	719
অধ্যায়ঃ ১২ ভাগের চাষাবাদের ব্যতিক্রম শর্তারোপ	719
অধ্যায়ঃ ১৩ কোন সমাজের অর্থে তাদের বিনা কৃষিকাজ করা	720
অধ্যায়ঃ ১৪ রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীদের লেনদেন	723
অধ্যায়ঃ ১৫ অনাবাদী জমি আবাদ করা	723
অধ্যায়ঃ ১৬ এই অধ্যায়ে কোন শিরোনাম লেখা হয়নি	724
অধ্যায়ঃ ১৭ জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি	726
অধ্যায়ঃ ১৮ রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীগণ কৃষিকাজ করতেন	727
অধ্যায়ঃ ১৯ স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেয়া	730
অধ্যায়ঃ ২০ এই অধ্যায়টির কোন শিরোনাম নেই	731
অধ্যায়ঃ ২১ গাছ রোপণ	732

৪২শ পর্ব

পানি বণ্টন, পান সম্পর্কীয়

অধ্যায়ঃ ১ পানি বণ্টন	735
অধ্যায়ঃ ২ চাহিদা পূরণ হওয়া পর্যন্ত পানির যাবে না ।”	737
অধ্যায়ঃ ৩ মালিকানাধীন জায়গায় কূপ না হওয়া	738
অধ্যায়ঃ ৪ কূপ সম্পর্কিত ঝগড়াও তার মীমাংসা	738
অধ্যায়ঃ ৫ পথিককে পানি না দেয়ার অপরাধ	739
অধ্যায়ঃ ৬ নদীর পানি বন্ধ করা	740
অধ্যায়ঃ ৭ নীচু জমির আগে উঁচু জমিতে পানি দেয়া	741
অধ্যায়ঃ ৮ পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পানি উঁচু জমির মালিকের গ্রহণ করা	742
অধ্যায়ঃ ৯ পানি পান করানোর ফযীলত	743
অধ্যায়ঃ ১০ কূপ ও মশকের মালিক তার পানির অধিক হকদার	745
অধ্যায়ঃ ১১ চারণভূমি আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর জন্য সুনির্দিষ্ট হওয়া	747
অধ্যায়ঃ ১২ নহর বা প্রশ্রবন হতে মানুষ ও জীব... .. পান করা	747

৪৮শ পর্ব	
বন্ধক রাখা	
অধ্যায়ঃ ১ নিজ বাড়ী-ঘরে অবস্থান করে বন্ধক রাখা	854
অধ্যায়ঃ ২ নিজ বর্ম বন্ধক রাখা	855
অধ্যায়ঃ ৩ অস্ত্র-শস্ত্র বন্ধক রাখা	855
অধ্যায়ঃ ৪ বন্ধক রাখা পশুর উপর আরোহণ দুধ দোহন করা	856
অধ্যায়ঃ ৫ ইয়াহুদী ও অন্যান্য অমুসলিমদের কাছে বন্ধক রাখা	857
অধ্যায়ঃ ৬ বন্ধক দাতা গ্রহীতা ও বিবাদীর বিবাদীর শপথ করা	857
৪৯শ পর্ব	
দাস মুক্তকরণ	
অধ্যায়ঃ ১ দাস মুক্তকরণ ও তার ফযীলত	860
অধ্যায়ঃ ২ কোন্ ধরণের দাস মুক্ত করা উত্তম?	861
অধ্যায়ঃ ৩ সূর্যগ্রহণ অথবা অনুরূপ কোন পছন্দনীয় হওয়া	861
অধ্যায়ঃ ৪ দুইজনের মালিকানাধীন কৃতদাস কৃতদাসী মুক্ত করা	862
অধ্যায়ঃ ৫ মালিকানাধীন দাস মুক্তি	865
অধ্যায়ঃ ৬ ভুলক্রমে দাস মুক্ত করা এবং সংঘটিত হওয়া	866
অধ্যায়ঃ ৭ দাসকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট সাক্ষী রাখা	867
অধ্যায়ঃ ৮ উম্মুল ওয়ালাদ সম্পর্কে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে	869
অধ্যায়ঃ ৯ মুদাব্বার কৃতদাসের ক্রয়-বিক্রয়	870
অধ্যায়ঃ ১০ দাস-দাসীর অভিভাবকত্ব ক্রয়-বিক্রয় ও দান করা	871
অধ্যায়ঃ ১১ মুশরিক ভাই ও চাচা যুদ্ধবন্দী দেয়া যাবে কিনা?	872
অধ্যায়ঃ ১২ মুশরিক কৃতদাসকে মুক্তিদান	873
অধ্যায়ঃ ১৩ কোন আরব দাস-দাসীর মালিক তার বিধান কি হবে?	873
অধ্যায়ঃ ১৪ স্বীয় দাসীকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষাদান	878
অধ্যায়ঃ ১৫	878
অধ্যায়ঃ ১৬ যে কৃতদাস উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদত কামনা করে	880
অধ্যায়ঃ ১৭ কৃতদাস-দাসীকে মার-ধর করা অপছন্দনীয় হওয়া	881
অধ্যায়ঃ ১৮ খাদেমের খাদ্য পরিবেশন করা	884

অধ্যায়ঃ ১৯ দাস তার মনীষের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষনকারী হওয়া	885
অধ্যায়ঃ ২০ দাস-দাসীকে মুখমণ্ডলে প্রহার না করা	886
৫০তম পর্ব	
মুক্তির চুক্তি প্রদত্ত দাস-দাসী	
নিজ দাস-দাসীকে যেনার অপবাদ দেয়ার অপরাধ	
অধ্যায়ঃ ১ চুক্তির ভিত্তিতে মুক্তিকে কিস্তি পরিশোধ করা	887
অধ্যায়ঃ ২ মুক্তির চুক্তি প্রদত্ত দাস-দাসীর সাথে বিধিসম্মত শর্তারোপ	889
অধ্যায়ঃ ৩ মুক্তির চুক্তি প্রদত্ত দাস-দাসীর প্রার্থনা করা	891
অধ্যায়ঃ ৪ মুক্তির চুক্তি প্রদত্ত দাস-দাসীর বিক্রি করা	893
অধ্যায়ঃ ৫ মুক্তির চুক্তি প্রদত্ত দাস-দাসী কিনে আযাদ করা	894
৫১তম পর্ব	
দান করার ফযীলত এবং তাতে উৎসাহ প্রদান	
অধ্যায়ঃ ১ দানের ফযীলত	896
অধ্যায়ঃ ২ পরিমাণে স্বল্প হলেও তা দান হিসাবে গণ্য হবে	897
অধ্যায়ঃ ৩ সঙ্গী-সাথীদের কাছে কোন কিছু উপহার চাওয়া	898
অধ্যায়ঃ ৪ পানির আবেদন	900
অধ্যায়ঃ ৫ শিকারের প্রাণী উপহার নেয়া	901
অধ্যায়ঃ ৬ উপহার গ্রহণ করা	902
অধ্যায়ঃ ৭ উপহার গ্রহণ করা	902
অধ্যায়ঃ ৮ সঙ্গীর নিকটে উপহার পাঠান স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করা	905
অধ্যায়ঃ ৯ উপহার ফেরত দেয়া যায় না	911
অধ্যায়ঃ ১০ হাতে নেই এমন বস্তু দান করা যিনি বৈধ মনে করেছেন	911
অধ্যায়ঃ ১১ দানের প্রতিদান প্রদান করা	912
অধ্যায়ঃ ১২ সন্তান-সন্ততিকে উপহার-উপটোকন দেয়া	912
অধ্যায়ঃ ১৩ উপহার-উপটোকন ব্যাপারে সাক্ষী স্থাপন করা	913
অধ্যায়ঃ ১৪ স্বামী-স্ত্রীকে এবং স্ত্রী-স্বামীকে উপহার দেয়া	914
অধ্যায়ঃ ১৫ বিবাহিতা মহিলা নির্বোধ না করা বৈধ হওয়া	916
অধ্যায়ঃ ১৬ উপহার প্রথমে কাকে দিতে হবে?	919

অধ্যায়ঃ ১৬ কোন কারণে উপটোকন গ্রহণ না করা.....	919
অধ্যায়ঃ ১৮ দান অথবা দানের অস্বীকার মৃত্যুবরণ করা.....	921
অধ্যায়ঃ ১৯ দাস এবং আসবাবপত্র কিভাবে দখলে আনা হবে?	922
অধ্যায়ঃ ২০ কাউকে কোন কিছু দান করলে অধিকারে নেয়.....	923
অধ্যায়ঃ ২১ নিজ প্রাপ্য ঋণ কাউকে দান করা.....	925
অধ্যায়ঃ ২২ এক ব্যক্তির জনসমাজকে দান করা.....	926
অধ্যায়ঃ ২৩ দখলকৃত ও বেদখল এবং... .. বস্তু দান করা.....	927
অধ্যায়ঃ ২৪ একদল অপর দলকে দান করা.....	929
অধ্যায়ঃ ২৫ কাউকে উপহার দেয়ার সময়... .. হকদার হওয়া.....	931
অধ্যায়ঃ ২৬ কোন ব্যক্তিকে সে যে উটে করা বৈধ হওয়া.....	933
অধ্যায়ঃ ২৭ যা পরিধান করা অপছন্দনীয় তা উপহার দেয়া.....	933
অধ্যায়ঃ ২৮ মুশরিকদের উপটোকন গ্রহণ করা.....	935
অধ্যায়ঃ ২৯ মুশরিকদেরকে উপহার-উপটোকন দেয়া.....	938
অধ্যায়ঃ ৩০ প্রদত্ত দান বা সাদকা ফিরিয়ে বৈধ না হওয়া.....	940
অধ্যায়ঃ ৩১ এই অধ্যায়ে কোন শিরোনাম নেই.....	941
অধ্যায়ঃ ৩২ উমরা এবং রোকবা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে.....	942
অধ্যায়ঃ ৩৩ যে মানুষের নিকট থেকে ঘোড়া ধার নেয়.....	943
অধ্যায়ঃ ৩৪ নব দম্পতির বাসর রাতে ধার নেয়া.....	943
অধ্যায়ঃ ৩৫ দুধ পানের জন্য উট ও বকরী দান করার ফযীলত.....	943
অধ্যায়ঃ ৩৬ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রদানের বৈধতা.....	948
অধ্যায়ঃ ৩৭ কেউ কাউকে আরোহণ... .. বলেই গণ্য হওয়া.....	948

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

অনুবাদের আরম্ভ

বাংলা ভাষায় হাদীসের চর্চা অত্যন্ত সীমিত। সহীহ বুখারী হাদীস গ্রন্থের দু'একটি অনুবাদ প্রকাশিত হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এছাড়া প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থকলিতে হাদীসের যথাযথ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হয়নি। আর কিছু কিছু ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলেও হাদীসের ভিত্তিতে তা সমর্থনযোগ্য নয়। সে জন্য বিশুদ্ধ আকীদা ও আমলের অঙ্গনযোগ্য ব্যাখ্যা সংযোজন করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুবাদের ভাষাকে সহজ ও প্রাঞ্জল করার সাথে সাথে মূল আরবীর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই অনুবাদ গ্রন্থে মূল আরবী হাদীসসমূহের কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়নি এবং যথাযথভাবে সনদ সহকারে রাখা হয়েছে। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ভাষ্য হাফস ইবনে হাজার আসকালানী বিরচিত ভূবন বিখ্যাত গ্রন্থ “ফতহুলবারী” অনুসরণে হাদীসসমূহের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। ইমাম বুখারী কর্তৃক প্রণীত শিরোনামসমূহ আরবী সংকলন করে তার অনুবাদ সংযোজন করা হয়েছে। অনুবাদে লিখকবরীদের দীর্ঘ সিলসিলা উল্লেখ না করে শুধুমাত্র শেষ বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের অনুবাদের পর পরই প্রয়োজন ক্ষেত্রে আকীদা ও আমল সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংযোজন করা হয়েছে।

বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত “সহীহ আল-বুখারী”, উর্দু ভাষায় অনূদিত “তাইসীরুল বারী”, দারুস সালাম কর্তৃক প্রকাশিত “মুখতাসার সহীহ আল-বুখারী”-এর সহায়তা নেয়া হয়েছে। আর যাঁরা আমাদের এই অনুবাদ কাজে সর্বাঙ্গিক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাদের মধ্যে শাইখ মুহাম্মাদ মনসূরুল হক এবং তাওহীদ ট্রাস্টের মাননীয় সেক্রেটারী জেনারেলের কৃপাকৃত্য স্বীকার করছি, যাঁরা আমাদের সদা-সর্বদা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, নতুবা আমরা পক্ষে এতো বড় একটি কাজ সহজ সাধ্য হতো না। আল্লাহ তায়ালা এটাকে আমাদের নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন এবং যাঁরা এর প্রকাশনা কাজের সাথে জড়িত হবেন জন্যও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এটাকে নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক, পাঠক সমাজের নিকট অনুরোধ কোন প্রকার তুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করবেন আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব। পাঠক সমাজ মুক্ত মন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে হাদীস অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করতঃ যথাযথভাবে আমল করতে চেষ্টা করবেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হাদীস বুঝার ও যথাযথভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন।

মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ
অনুবাদক

সহীহ বুখারী

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ)-এর রচিত ও সংকলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ‘আল-জামেউস-সহীহ’। তিনি সুদীর্ঘ ষোল বছর ব্যাপী দিবা-রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছয় লক্ষ হাদীস হতে বাছাই করে মাত্র আড়াই হাজার হাদীস (পুনরুক্তিসহ সোয়া সাত হাজার হাদীস) গ্রহণপূর্বক ‘আল-জামেউস সহীহ’ গ্রন্থ সংকলন করেন। এ গ্রন্থ তাঁর আসল নামে পরিচিত না হয়ে গ্রন্থকারের নামেই সাধারণে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। এ গ্রন্থের পূর্ণ নাম-

“الجامع الصحيح المسند من احاديث رسول الله وایامه ووقائعه”

এ আসল নামটি সকলের নিকট পরিচিত নয়। সাধারণে এই গ্রন্থ “সহীহ বুখারী” নামেই পরিচিত।

সহীহ বুখারী সংকলনের কাজ সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে ইমাম বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ) মদীনা মুনাওয়ারায় গমন করেন। মসজিদে নববীতে বসে তিনি সহীহ বুখারী হাদীসগ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করেন। শুধুমাত্র তিনি নিজের স্মরণ শক্তি ও লিখিত নথিপত্রের উপর নির্ভর করেই এ কাজে অগ্রসর হন নাই; বরং একান্তভাবে নিয়তের বিশুদ্ধতা ও আন্তরিকতার সাথে সাথে তাকওয়া এবং পবিত্রতার উপরও তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। প্রতিটি হাদীস লিখতে বসার পূর্বে তিনি ওযু ও গোসল করে বর্ধিত পবিত্রতা হাসেল করতেন। দু’রাকআত নফল নামায আদায় করতেন এবং ইস্তেখারার মাধ্যমে সম্মতি লাভ করে সেই হাদীসটি সন্নিবেশিত করতেন। নূতন অধ্যায় এবং অনুচ্ছেদ সংযোজনের সময়ও তিনি ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। নির্ভুল হাদীস সংযোজন এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মানসেই ছিল তাঁর অনুরূপ কঠোর সাধনা।

একাধারে ষোল বছর কঠোর পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক সাধনার ফলশ্রুতিতে সংকলিত ও সম্পাদিত সহীহ বুখারী হাদীসগ্রন্থ সকলের নিকটেই সমাদৃত হয়। সমকালীন মুহাদ্দিস ও হাদীস বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী এই মহাগ্রন্থের চুলচেরা বিচার-বিবেচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আলোচনা-সমালোচনা এবং পর্যালোচনা করেন। সমগ্র উম্মাত সর্বসম্মতভাবে এই গ্রন্থটিকে “اصح الكتب بعد كتاب الله” “আল্লাহর কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভুল গ্রন্থ” হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন। এই মহাগ্রন্থের জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য শুধুমাত্র এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইমাম বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ)-এর নিকট হতে প্রায় নব্বই হাজার মুহাদ্দিস এই গ্রন্থের আবৃত্তি শ্রবণ করেছেন। সাম্প্রতিককালেও মুসলিম জাহানে এমন কোন স্থান নেই

যেখানে এই গ্রন্থ শিক্ষাদান করা হয় না। ইসলামী শিক্ষার শিক্ষার্থীগণ এই গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমেই উচ্চশিক্ষিত আলেক্সান্দ্রিয়ায় স্বীকৃত হয়ে থাকেন।

সহীহ বুখারীর প্রায় আঠারশত বর্ণনাকারীর মধ্যে ১০১ জন রয়েছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবী যাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উত্থিত পারে না। তাঁদের সততা এবং বিশিষ্ট গুণাবলী মুসলিম জাহানে পূর্বাপর সদা স্মরণীয় সর্ববাদীসম্মত। অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ অধিকাংশই বিশিষ্ট তাবেয়ী এবং ইমামের অনুসারী উলামা মন্ডলী। তাঁরা সকলেই ছিলেন ইসলামের সোনালী যুগের এক এক জন স্বনাম ধন্য ব্যক্তিত্ব। এ যাবত সহীহ বুখারী গ্রন্থের যত আলোচনা, সমালোচনা, টীকা-টিপ্পনী, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশ লাভ করেছে আল্লাহর কিয়াম মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থেরই তা হয়নি। কেউ কেউ এই গ্রন্থ সংক্ষেপিত আবার কেউ কেউ এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। উক্ত একাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত আল্লামা মোল্লা কাতেব চল্লী তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘মুহত্বা ফুন্নে’ সহীহ বুখারীর আশিখানা ভাষ্যগ্রন্থ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত অনুসন্ধান করলে সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থের সংখ্যা পর্যাপ্ত বলে অনুমান করা যায়।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

পরিচিতি ও মান নির্ণয়

১. হাদীস: শাব্দিক অর্থে হাদীস শব্দের অর্থ কথা, প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত শব্দ। পরিভাষায় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন করেছেন, তাকে হাদীস বলে। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: কাওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

২. কথন: কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছেন, অর্থাৎ হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে কাওলী হাদীস বলে। দ্বিতীয়তঃ যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়তঃ সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

৩. খবর: খবর শব্দের অর্থ সংবাদ, এর তিনটি পরিভাষা রয়েছে। (ক) এটি হাদীসের প্রাথমিক অর্থাৎ খবর ও হাদীসের পরিভাষা একই। (খ) হাদীস বলা হয় যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে এসেছে আর যা অন্যদের থেকে এসেছে তাকে

৩৬। **মাওযুঃ** যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযু বা বানোয়াট বা জাল হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৭। **মাতরুকঃ** যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়; বরং সাধারণ কাজ-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরুক হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

৩৮। **মুবহামঃ** যে হাদীসের রাবীর উত্তম রূপে পরিচয় পাওয়া যায় নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৯। **মুআল্লালঃ** যে হাদীসের ভেতর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা হাদীসের সাধারণ পণ্ডিতগণ ধরতে পারে না, একমাত্র সুনিপুণ শাস্ত্র বিশারদ ব্যতিরেকে। এই প্রকার হাদীসকে মুআল্লাল বলে। এরূপ ত্রুটিকে 'ইল্লত' বলে। 'ইল্লত' হাদীসের পক্ষে মারাত্মক দোষ, এমনকি 'ইল্লত' যুক্ত হাদীস সহীহ হতে পারে না।

৩৯। **মুআল্লালঃ** যে হাদীসের ভেতর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা হাদীসের সাধারণ পণ্ডিতগণ ধরতে পারে না, একমাত্র সুনিপুণ শাস্ত্র বিশারদ ব্যতিরেকে। এই প্রকার হাদীসকে মুআল্লাল বলে। এরূপ ত্রুটিকে 'ইল্লত' বলে। 'ইল্লত' হাদীসের পক্ষে মারাত্মক দোষ, এমনকি 'ইল্লত' যুক্ত হাদীস সহীহ হতে পারে না।

৩৯। **মুআল্লালঃ** যে হাদীসের ভেতর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা হাদীসের সাধারণ পণ্ডিতগণ ধরতে পারে না, একমাত্র সুনিপুণ শাস্ত্র বিশারদ ব্যতিরেকে। এই প্রকার হাদীসকে মুআল্লাল বলে। এরূপ ত্রুটিকে 'ইল্লত' বলে। 'ইল্লত' হাদীসের পক্ষে মারাত্মক দোষ, এমনকি 'ইল্লত' যুক্ত হাদীস সহীহ হতে পারে না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু

২৫ - كتاب الزكاة

চতুর্বিংশ পর্ব

যাকাত

অধ্যায়-১

যাকাত ওয়াজিব হওয়া

(১) [بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ]

আমর মনে আল্লাহর বাণীঃ “তোমরা আল্লাহর আদায় কর আর যাকাত প্রদান কর।” (সূরা বাকারাঃ ৪৩, ৮৩ ও ১১০)

ইমাম আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে আবু মুক্কায (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর আদায় করতে, আল্লাহর হুকুম করতে, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখতে এবং জীবন-যাপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ৪৩] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِفَافِ.

ইমাম বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ) তাঁর পরিগৃহীত রীতি অনুসারে যাকাত পরিশোধের অপরিহার্যতা কুরআন দ্বারা প্রমাণ করেছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিংশটি আয়াতে যাকাত পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন। যাকাত ইসলামের একটি অন্যতম বিরাট রুকুন যা অস্বীকারকারী সর্বসম্মত ভাবেই ইসলাম এবং ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত। যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি ইসলামের বিরুদ্ধে মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন।

১৩৯৫। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুআ'য (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইয়ামেন দেশে প্রেরণ প্রসঙ্গে বলেন, তুমি প্রথমে তাদেরকে এই সাক্ষ্য প্রদান করার আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয় তবে তাদেরকে বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের উপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ধন-সম্পদে তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। এই যাকাত তাদের ধনীদেব নিকট হতে সংগ্রহ করে দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

১৩৯৫ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».

[১৪৯৮, ১৪৯৭, ১৪৯৬, ১৪৯৫]

১৩৯৬। আবু আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলল, আপনি আমাকে এমন একটি আমলের সন্ধান দান করুন যাতে আমি জান্নাতে যেতে পারি। তখন জৈনিক ব্যক্তি বলে উঠল, এই লোকটির কি হয়েছে, এই লোকটির কি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এই লোকটির কোন না কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে অন্য কোন কিছুকে শরীক করবে না। তুমি যথারীতি নামায কায়েম করবে, যাকাত পরিশোধ করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে।

১৩৯৬ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَمْرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: مَا لَهُ مَا لَهُ؟ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرَبَّ مَا لَهُ؟ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ». وَقَالَ بِهِزٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ، إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌ. [انظر: ১৪৯৮, ১৪৯৭]

১৩৯৭ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ابْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا». حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

১৩৯৮ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ وَفَدَ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةٍ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ

১৩৯৭। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, একদিন এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, আপনি আমাকে এমন একটি আমলের সন্ধান দান করুন যা আমল করলে আমি জান্নাতে যেতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কোন কিছুকে শরীক করবে না। তুমি যথারীতি ফরয নামায কায়েম করবে, ফরয যাকাত পরিশোধ করবে এবং রমযান মাসে রোযা রাখবে। বেদুঈন লোকটি বলল, যার সাথে আমার প্রাণ আমি তাঁর কসম করে বলি যে, আমি এর অতিরিক্ত আর কিছুই করব না। লোকটি যখন চলে গেল তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে কেউ রাসূলুল্লাহের লোক দেখে আনন্দ লাভ করবে তার সে যেন এই লোকটির দিকে দৃষ্টি দেবে।

১৩৯৮। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদিন আব্দুল কাইস তাদের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের এ গোত্রটি রাবীআ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তী কুফর গোত্রের কাফের জনতা

অধ্যায়-১৪৩

কঙ্কর নিক্ষেপের পর সুগন্ধি ব্যবহার এবং তাওয়াফে যিয়ারতের আগে মাথা মুগুনো

১৭৫৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার এ দু'হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে খুশবু লাগিয়েছি, যখন তিনি ইহরাম বাধার ইচ্ছা করেছেন এবং তাওয়াফে যিয়ারার আগে যখন তিনি ইহরাম খুলে হালাল হয়েছেন। একথা বলে তিনি তার উভয় হাত প্রসারিত করলেন।

অধ্যায়-১৪৪

বিদায়ী তাওয়াফ

১৭৫৫। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের আদেশ দেয়া হয় যে, তাদের শেষ কাজ যেন হয় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। তবে এ হুকুম মাসিকখাস্ত মহিলাদের জন্য শিথিল করা হয়েছে।

১৭৫৬। আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায আদায় করে উপত্যকায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন। এরপর সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর দিকে এসে তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন।

(১৪৩) بَابُ الطَّيِّبِ بَعْدَ رَمِي الْحِمَارِ،
وَالْحَلَقِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ

১৭৫৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَاسِمٍ: وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلَ زَمَانِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلَ زَمَانِهِ قَوْلُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَوْلُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدَيَّ هَاتَيْنِ جِئِنَ أَحْرَمَ، وَلِحُلِّهِ جِئِنَ أَحَلَّ لَنْ أَنْ يَطُوفَ، وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا. [راجع: ১৭৫৪]

(১৪৪) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

১৭৫৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ مَنْ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا خُفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ. [راجع: ১৭৫৫]

১৭৫৬ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَارِثٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ عِشَاءً، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ كَبَّ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ.

হাস বলেন, আমাকে খালেদ হাদীস বর্ণনা করেছেন সাঈদ হতে, তিনি কতাদা হতে তিনি বলেন, তাকে আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অধ্যায়-১৪৫

তাওয়াফে যিয়ারতের পর কোন স্ত্রী লোকের মাসিক হলে?

১৭৫৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহধর্মিনী সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মাসিক হলে আমি তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকট উল্লেখ করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সে কি আমাদের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে? সকলেই বলল, তিনি তো তাওয়াফে যিয়ারতের কাজ সমাধা করে ফেলছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে আর আমাদের আটক থাকতে হবে না।

কথা: তাওয়াফে যিয়ারত হজ্জের অন্যতম রুকন। তাওয়াফে যিয়ারত ব্যতীত হজ্জ পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণনা ছিল যে, সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাওয়াফে যিয়ারত সমাধা করার পূর্বেই হায়েয অবস্থায় পতিত হয়ে পড়েছেন, যে জন্য আরও কিছুদিন সেখানে অবস্থান অপরিহার্য। কারণ হায়েয হতে তাঁর পবিত্রতা লাভ করার পর তাওয়াফে যিয়ারত সমাধা করতে আরও কয়েক দিন সময় লাগবে। সেজন্য তিনি বললেন: 'সে কি আমাদের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে? কিন্তু যখন তিনি হজ্জতে পারলেন যে, তাঁর হায়েয আসার পূর্বেই তিনি তাওয়াফে যিয়ারত করে

تَابَعَهُ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [انظر: ১৭৫৬]

(১৪৫) بَابُ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

১৭৫৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُجَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَحَابِسْتُنَا هِيَ؟» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلَا إِذَا». [راجع: ১৭৫৭]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু

২১ - كتاب صلاة التراويح

৩১তম পর্ব

তারাবীর নামায

অধ্যায়-১

রমযান মাসে রাত্রি জাগরণের ফযীলত

২০০৮। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রমযান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় কিয়ামে রমযান অর্থাৎ তারাবীর নামায আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

২০০৯। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় তারাবীর নামাযে দাঁড়াবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

ইবনে শিহাব (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকাল করেন এবং তারাবীর ব্যাপারটি এভাবেই চালু ছিল। এমনকি আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফতকালে ও উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফতের প্রথম ভাগে এরূপই ছিল।

(১) بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

২০০৮ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِرَمَضَانَ: «مَنْ قَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [راجع: ৩০]

২০০৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. [راجع: ৩০]

২০১০। আব্দুর রহমান বিন আবদ আল-ক্বারী (রাহেমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রমযানের এক রাতে উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখি যে, লোকেরা নামায আদায় করছে এবং ইকতেদা করে একদল লোক নামায আদায় করছে। উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে জমা করে দেই, তবে তা উত্তম হবে। এরপর তিনি উবাই বিন কাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পেছনে সকলকে জমা করে দিলেন। পরে আরেক রাতে আমি তার [উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] সাথে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে নামায আদায় করছিল। উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, কত না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশের চেয়ে উত্তম যে অংশে তোমরা নামায আদায় কর, এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা নামায আদায় করত।

২০১১। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায আদায় করেন এবং তা ছিল রমযানে।

২০১০ - وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جُمِعَتْ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلُ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيَتِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعَمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ - يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ - وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

২০১১ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. [راجع: ৩১]

অধ্যায়-১৭

জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে
সম্পাদিত চুক্তি

যদি জমির মালিক কৃষককে বলে আল্লাহ তোমাকে যতদিন থাকতে দেন আমি ততদিন তোমাকে থাকতে দিব এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করল না, এমতাবস্থায় মালিক ও কৃষক উভয়ে যতদিন চুক্তিতে সম্মত থাকবে ততদিন সে চুক্তি কার্যকর থাকবে।

২৩৩৮। ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, আমীরুল মুমিনীন উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইয়াহুদ ও খ্রিস্টানদেরকে হিজায় ভূমি হতে বহিস্কার করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন খায়বার জয় করেন তখন ইয়াহুদীদেরকে সেখান হতে বহিস্কার করতে চেয়েছিলেন। তিনি সে ভূখন্ড জয় করার কারণে তথাকার জমি আল্লাহ, তার রাসূল এবং মুসলিম জনতার মালিকানাধীন বলে সাব্যস্ত হয়ে গেল। তিনি সে ভূখন্ড হতে ইয়াহুদ সমাজকে বহিস্কার করার সংকল্প ব্যক্ত করলে ইয়াহুদরা তার কাছে এ মর্মে আবেদন জানালো যেন তিনি তাদেরকে সেখানে অবস্থান করতে এই শর্তে অনুমতি দেন যে, তারা সেখানে তাদের শ্রম ব্যয় করবে আর ফল-ফসলের অর্ধেক পাবে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বললেন, আমরা এ শর্তে যতদিন ইচ্ছা করব ততদিন তোমাদেরকে অবস্থান করার অনুমতি দিব। অতএব তারা সেখানে থেকে

(১৭) **بَابُ: إِذَا قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ:**
أَوْرُكُ مَا أَقْرَكَ اللَّهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا
مَغْلُومًا، فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا

২৩৩৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ:
حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا
مُوسَى: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْلَى الْيَهُودِ
وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ
إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتْ الْأَرْضُ
جَيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا، اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ ﷺ
وِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ
مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَقَالُوا: بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ
خُفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«فَرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا». فَقَرُّوا

গেল। অবশেষে উমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে তাদের অপকর্মের পরিণামে তায়মা এবং আরীহা ভূখন্ডে বহিস্কার করলেন।

অধ্যায়-১৮

রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীগণ কৃষিকাজ ও
ফল-ফসল উৎপাদনে পরস্পরকে যে
সাহায্য-সহযোগিতা করতেন

(১৮) **بَابُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ**
ﷺ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزَّرْعَةِ
وَالثَّمَرِ

২৩৩৯। যুহাইর বিন রাফে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে এমন একটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। রাফে বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছেন তাই সঠিক। যুহাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের ক্ষেত-খামার কিভাবে চাষাবাদ করো? আমি বললাম, আমরা এক চতুর্থাংশের শর্তে এবং খেজুর ও যবের নির্দিষ্ট কয়েক ওসকের শর্তে জমি ইজারা নিয়ে থাকি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা এরূপ করো না। তোমরা তোমাদের ক্ষেত-খামার নিজেরা চাষাবাদ কর অথবা অন্যকে দিয়ে তা চাষাবাদ করো অথবা তা ফেলে রাখ। রাফে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, শুনলাম এবং মেনে নিলাম।

২৩৩৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ
أَبِي النَّجَّاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ:
سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بِنِ رَافِعٍ، عَنْ
عَمِّهِ ظَهْرٍ بِنِ رَافِعٍ قَالَ ظَهْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا،
قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ،
قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَا
تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟» قُلْتُ: نُوَاجِرُهَا
عَلَى الرَّبِيعِ وَعَلَى الْأَوْسُتِ مِنَ الثَّمَرِ
وَالشَّعِيرِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا،
أَزْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرَعُوهَا، أَوْ
أُمْسِكُوهَا»، قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمِعَا
وَطَاعَةً. [انظر: ২৩৩৬, ২৩৩৭]